দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

৬.২ আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

039

জীবন প্রবাহ

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী শুক্লা রানী জীবিত না মৃত?

।। সাকির আহমদ ।।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী কিশোরী শুক্লা রানী বণিক কোথায় কি অবস্থায় আছে তা কেউ বলতে পারে না। জীবিত না মৃত এই দুঃশ্চিন্তায় শুক্লার পরিবারের সবাই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। থানা পুলিশ করেও আজ এ মেয়েটির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ঘটনাটি ঢাকার অদূরে সাভার উপজেলায়। শুক্লার বাবা শুধাংশু রঞ্জন বণিক। নিবাস তীর্থঘাট গ্রামে। গত ১৯ এপ্রিল রোববার অন্যান্য দিনের মত শুক্লা সন্ধ্যার পর পড়তে বসেছিল। ঘরে শুক্লার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় যেনো চোখের পলকে ঘটনা ঘটে যায়।

শুধাংশু জানান, কয়েকজন যুবক অস্ত্র নিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে। কোন প্রকার চিৎকার বা গণ্ডগোল না করার জন্য হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে কেউ কোন প্রকার শব্দ উচ্চারণ করেনি। আগন্তুক যুবকরা কি চায় জানতে চেয়েছিলেন শুধাংশু। জবাবে তারা জানায়, "কি চাই তা দেখতেই পাবে।" এর পরই শুক্লা রানীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অস্ত্র উচিয়ে শব্দ না করার জন্য সাবধান করে দেয়। মৃত্যুর ভয়ে কিশোরী কিছুই বলতে পারেনি। জোরপূর্বক টেনে হিঁচড়ে শুক্লাকে যুবকরা ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিবাদ করতে গেলে শুক্লাকে হত্যা করা হবে বলে শাসায়। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ঘটে যায়।

শুক্লা অপহৃতা হওয়ার পর পরই শুধাংশু দৌড়ে সাভার থানায় যান। তিনি মামলা দায়ের করে মেয়েকে উদ্ধারের ফরিয়াদ জানান। ঘটনার পর দিন থানা থেকে ঘটনা সরজমিনে তদন্ত করা হয়। অপহরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত যুবকটি বর্তমানে হাজতে রয়েছে।

দীর্ঘ দু'মাস হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত শুক্লা পিতৃগৃহে ফিরে আসেনি। পুলিশ শুধাংশুকে বার বার একই জবাব দিচ্ছে, উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ দু'মাসের বেশী হলেও শুক্লাকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। অপহরণ মামলা দায়ের করার পর একটি মহল মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে

২ এর পাতায় দেখুন

জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুধাংশু অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, অপহরণকারীদের পেছনে প্রভাবশালী মহলের ছায়া রয়েছে। মামলা তুলে না নিলে পরিণতি খারাপ হবে বলে শুক্লার বাবাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। তিনি প্রাণের ভয়ে নিজ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন। একদিকে মেয়ের চিন্তা অন্যদিকে পরিবার এবং হুমকি এসবের মধ্যে পড়ে শুধাংশু দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

শুধাংশু রঞ্জন বণিক জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে মেয়েকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে লিখিত আবেদন করেছেন। তিনি জানান, কেন তার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে তা জানতে পারেননি। প্রাণের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়ানোর ফলে জীবিকা নির্বাহের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে গোটা পরিবারকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হবে। শুধাংশু জানতে চান কিসের অপরাধে তার সাজানো সংসার তছনছ করে দেয়া হয়েছে? প্রশ্ন একটিই। আর তা হলো মেয়ে শুক্লা জীবিত না মৃত? এই খবরসহ তিনি মেয়েকে ফেরত পেতে চান।